দৈনিক সংবাদ

৩/৯/২০০১

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭......

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ৪০ বছর পূর্তি

সাজ্জাদ হোসেন

প্রোফাইল

১লা সেপ্টেম্বর ২০০১-এ ৪০ বছরে পদার্পণ করলো দক্ষিণ এশিয়ায় উচ্চতর কৃষি শিক্ষার শ্রেণী বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। একটি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এটি অবশ্যই একটি গৌরবময় ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কেননা, বাংলাদেশে সবুজ বিপ্লবের অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করেছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

আধুনিক বিশ্বের ৪৮টি স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ১১তম। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে কৃষি ও কৃষি বিজ্ঞানের সকল শাখার উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালে জাতীয় শিক্ষা কমিশন, খাদ্য ও কৃষি কমিশন এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ কমিটি যে সুপারিশ করেছিল তার ওপর ভিত্তি করে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয় ১৯৬১ সালের ৮ জুন এবং অধ্যাদেশ জারি হয় একই বছর ১৮ আগস্ট। প্রথম উপাচার্য হিসেবে প্রফেসর ড. এম. ওসমান গনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন ২ সেপ্টেম্বর ১৯৬১ সালে। এর কদিন পরেই ১৯৬১-৬২ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

১৯৬১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ভেটেরিনারি ও কৃষি এ দুটি অনুষদ নিয়ে। তখন মাত্র ৩০ জন শিক্ষক কর্মরত ছিলেন আর শিক্ষার্থী ছিল ৪৪৪ জন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান কয়েক মাসের মধ্যেই পশু পালন অনুষদ (১৯৬২) নামে তৃতীয় অনুষদ যুক্ত হয়। এরপর ১৯৬৩-৬৪ শিক্ষাবর্ষে কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষে কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ এবং ১৯৬৭-৬৮ শিক্ষাবর্ষে মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষা কার্যক্রমের শুভ সূচনা হয়। ১৯৭০ সালে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৯৫২ জনে। তখন মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, থাইল্যান্ড, ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল প্রভৃতি দেশের ৪৫ জন ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা করতে এসেছিল। বর্তমানেও অর্ধ শতাধিক বিদেশী শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে।

বর্তমানে ১২শ একরের বিশাল ক্যাম্পাসে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ৬টি অনুষদের জন্য পৃথক পৃথক ভবন রয়েছে। দুই হাজার আসনের শিল্পকর্ম জয়নুল আবেদিন মিলনায়তন এক গর্বের বস্তু। দুটি প্রশাসনিক ভবন হতে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া আরো অসংখ্য ভবন রয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরির নির্মাণ কাজ শেষ হবার পথে।

ছাত্রছাত্রীদের গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য রয়েছে ভেটেরিনারি ক্লিনিক, কৃষি খামার, উদ্যানতত্ত্ব খামার, কৃষিতত্ত্ব মাঠ গবেষণাগার, ফৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন খামার, মৃত্তিকা গবেষণা খামার, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ডেইরি খামার, পোল্ট্রি খামার, কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার, ভেড়া-ছাগলের খামার, মৎস্য খামার, প্রকৌশল কারখানা, সেচ মাঠ গবেষণাগার ও মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদীয় মাঠ গবেষণার কমপ্লেক্স। সিড প্যাথলজি ল্যাবরেটরি নামে একটি বিশেষায়িত গবেষণাগারও স্থাপিত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের আবাসনের জন্য ১১টি হল স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে ৯টি ছাত্রদের এবং ২টি ছাত্রীদের জন্য স্থাপিত হয়েছে।

তিন তলাবিশিষ্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশাল লাইব্রেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম আকর্ষণ। বর্তমান সংগ্রহ সংখ্যা ১,৭৩,৫০০ (বাঁধাইকৃত ৩৫,০০০ ভলিউম সাময়িকীসহ), সাময়িকীর শিরোনাম ২০০০ এবং চলতি সাময়িকীর সংখ্যা ২২৫।

বর্তমানে ৬ অনুষদের ৪১টি বিভাগে ৪৫২ জন দক্ষ শিক্ষক রয়েছেন। এদের বেশির ভাগই পিএইচডি ডিগ্রিধারী। স্নাতক পর্যায়ে ৩ হাজার ৯৯ জন, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১ হাজার ৩৫৯ জন এবং ডিএইচডি পর্যায়ে ১৮৩ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছেন। এ পর্যন্ত ২০ হাজার ৬৫৬ জন ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এদের মধ্যে ৫ হাজার ৪২৫ জন এম এস ডিগ্রি এবং ৭৫ জন পিএইচ ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষা ও প্রশাসনিক নির্বাহী। তিনি সিন্ডিকেট, শিক্ষা পরিষদ ও অন্যান্য স্ট্যাটুইটরি কমিটির সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক কার্য পরিচালনা করেন। তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে রেজিস্ট্রার যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে কর্মরত ১ম ও ২য় গ্রেডের অফিসারের সংখ্যা যথাক্রমে ১৯৫ ও ১২১ জন এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা ৭৪৮ ও ১৩১৭ জন।

এ পর্যন্ত ১৩ জন উপাচার্য দায়িত্ব পালন করেছেন। এদের সবাই ছিলেন দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও কৃষি বিশেষজ্ঞ। ১৪তম উপাচার্য হিসেবে ২রা মার্চ ২০০০ থেকে দায়িত্ব পালন করছেন দেশের বিশিষ্ট মৎস্য বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম। তিনি শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে দারুণ গতিশীলতা এনেছেন।

জ্ঞান · দক্ষতা · চরিত্র

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

এ পর্যন্ত ৪টি সাধারণ ও ১টি বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ৬৮ সালের ২৮শে মার্চ। চ্যান্সেলর ছিলেন গভর্নর মোনায়েম খান। ২য় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ৭২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর, চ্যান্সেলর ছিলেন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। ৩য় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ৯৪ সালের ৫ই জুন, চ্যান্সেলর ছিলেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, ৪র্থ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ৯৭ সালের ২০ ডিসেম্বর, চ্যান্সেলর ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১ম বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ৯৮ সালের ১৮ এপ্রিল। এ সমাবর্তনে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী বিশ্ববিখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানী ড. নরম্যান আর্নেস্ট বোরলগকে সম্মানসূচক ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা কর্মসূচি সমান গতিতে চলছে। দুটি ধারায় বর্তমানে গবেষণা পদ্ধতি পরিচালিত হচ্ছে- একটি শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের এম এস গবেষণা এবং অন্যটি শিক্ষক কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্প গবেষণা। গবেষণা পরিচালনার জন্য ৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেম (বাউরেস)। বাউরেস-এর অধীনে বর্তমানে ৯০টি গবেষণা প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সরাসরি কৃষকের মাঝে ছড়িয়ে দিতে গড়ে তোলা হয়েছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ কেন্দ্র (বাউএক)। বাউএক একদিকে জ্ঞান বিতরণ করে কৃষকদের মাঝে, অন্যদিকে কৃষকের সমস্যা চিহ্নিত করে তার সঠিক সমাধানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা করে। এর ব্যবস্থাপনা বর্তমানে ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় ২৪টি গ্রামে ৪৫টি সমিতির মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ ও গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি চালু রয়েছে। কৃষি উন্নয়নে খামার ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ৩০টি আদর্শ বাড়ি হাতে নেয়া হয়েছে। ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষামূলক সবজি চাষ কার্যক্রম চালু রয়েছে।

৪০ বছরে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। এদেরকে ৭ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১. উফশী শস্যজাত, ২. উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি, ৩. কৃষি প্রকৌশল, ৪. পরিবেশ উন্নয়ন, ৫. পশু সম্পদ উন্নয়ন, ৬. মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও ৭. কৃষি অর্থনীতি।

উফশী শস্যজাতগুলো হচ্ছে বাউ-২ ও বাউ-৬৩ নামে দুটি ধান, সমপদ, সম্বল, বাউএম-৩৯৫ ও বাউএম-৩৯৬ নামে চারটি সরিষা, ব্রাগ, ডেভিস, সোহাগ, জি-২ ও বিএস-৪ নামে সয়াবিনের জাত, কমলা সুন্দরী, তৃপ্তি নামে ২টি মিষ্টি আলু এবং লতিরাজ, বিলাসী ও দৌলতপুরী নামে মুখি কচুর জাত।

উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তিগুলো হচ্ছে—কলা, আনারস, খিরা, মিষ্টি কুমড়া, পুঁইশাক, নিবিড় আগাম শীতকালীন সবজি চাষ, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, বোরো ধানের সুড়ি ফসল চাষ, মিশ্র চাষ ধান-মাছ ও ধান-চিংড়ি, পর্যায়ক্রমিক উইল্ট, সৌরতাপে ধান ও পাট বীজ শোধন এবং আমের ফলন বৃদ্ধিতে হরমোন প্রয়োগ। কৃষি প্রকৌশলের উদ্ভাবনাগুলো হচ্ছে সিডড্রিল, ফার্টিলাইজার স্প্রেয়ার, উন্নত লাঙ্গল, কম ব্যয়ে সেচনালা, উন্নত হস্তচালিত টিউবওয়েল পাম্প, পোল্ট্রি ফিড গ্রাইন্ডার, ঘাস কাটার যন্ত্র, সোলার ড্রায়ার, খাদ্য হিসেবে গম ও চালের কুঁড়ার ব্যবহার, সয়েল সিমেন্ট ও ফারোসিমেন্টে শস্যগুদাম তৈরি ইত্যাদি।

পরিবেশ উন্নয়নে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলো হচ্ছে— বারো ফার্টিলাইজার, সবুজ সার, ধৈঞ্চা, ক্রাজোলা, বারোগ্যাস প্ল্যান্ট, সয়েল টেস্টিংকিট, পলিথিন পিটে কম্পোস্ট, দেশী উন্নত চুলা ইত্যাদি।

পশু সম্পদ উন্নয়নে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলো হচ্ছে গবাদি পশু ও ছাগলের কৃত্রিম প্রজনন, সুষম পোল্ট্রি খাদ্য, গোখাদ্য হিসেবে ভুট্টা, ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক, ইউরিয়া মোলাসেস মিশ্রিত খড়, গরু মোটাতাজাকরণ, গৃহাঙ্গন পোল্ট্রি ব্রয়লার, দুগ্ধবতী গাভী, হাওরে হাঁস পালন, রানিক্ষেত ও মোরগ পক্সের ভ্যাকসিন, গাভীর আগাম গর্ভসনাক্তকরণ ইত্যাদি।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলো হচ্ছে—খাঁচার পাঙ্গাশ চাষ, দেশী পাঙ্গাশের কৃত্রিম প্রজনন, মাছের জীবন্ত খাদ্য হিসেবে Tubificid পোকা উৎপাদন কৌশল, মৌসুমি পুকুরে মৎস্য চাষ, মাছ শুকানোতে লবণের ব্যবহার।

শিং মাছ ও মাগুর মাছের কৃত্রিম প্রজনন এবং অরস্টার শেল ক্রাসার। কৃষি অর্থনীতিতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ভূমিহীন সমবায় সমিতির মডেল, যৌথ সমবায় খামার মডেল, প্রান্তিক চাষী ও ভূমিহীনদের উন্নয়নে দলীয় পদ্ধতি এবং সমীক্ষা কৃষকদের বাজারমুখিনতা, সেচ অর্থনীতি ও পশু সম্পদ অর্থনীতি বিষয়ক। ৪০ বছরের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে উত্তীর্ণ গ্রাজুয়েটেরা দেশের কৃষি সেক্টরে ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ফলে দেশে সবুজ বিপ্লব ঘটে গেছে। দেশে বাম্পার খাদ্যশস্য উৎপাদিত হচ্ছে। এ বছর ৪০ লাখ মেঃ টন খাদ্য উদ্বৃত্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আগামীতেও সবুজ বিপ্লবের লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। উপাচার্য ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ গ্র্যাজুয়েট, গবেষক ও শিক্ষকগণ একযোগে কাজ করলে বাংলাদেশে কখনোই খাদ্য ঘাটতি হবে না।